তৃতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্ব যথা ভারত ও চীনকে উপহাস করা সঠিক রাস্তা নয়। আমাদের বলার উদ্দেশ্য হল, এই দুই দেশের জাতিগত কৃষ্টিতে মানবাধিকার নিয়ে কোন দার্শনিক ঐতিহ্য নেই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মানুষ তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয়। কারণ অর্ধেক মানুষই হল নিরক্ষর। ফলে রাষ্ট্র তার সুযোগ নিয়ে মানুষের অধিকার খর্ব করে। তবে মানবাধিকারের ধারণাটি সমাজে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে। সাংহাই বা মুম্বাই-এর একজন স্টক ব্রোকার তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন কিন্তু মঙ্গোলিয়ার সুদূর কোণে বা বিহারের প্রত্যন্ত ছাপরা জেলার অধিকাংশ মানুষ তার অধিকার কি জানে না রাষ্ট্রের উপর তারা আজও নির্ভর করে বসে আছে। রাষ্ট্রও তার নাগরিকের উপর কর্তৃত্ব ফলিয়ে যাচ্ছে।

উদার গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর ব্যতিক্রম নয় কারণ অন্য যে কোন দেশের তুলনায় সেখানে মৃত্যুদণ্ডের হার অনেক বেশী। মানবাধিকারের ঐতিহ্য যদিও এই দেশের আছে তথাপি জাতিভেদ এবং কালো মানুষের জন্য আর্থিক সুযোগ সুবিধার অসমতার কারণে মানবাধিকার আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মানবাধিকার হল এম. টি. ভি., কোলা সংস্কৃতির একটি 'ব্র্যাণ্ডনেম' এবং আমেরিকার বিদেশনীতির একটি অঙ্গ। মানবাধিকারের নামে স্বদেশী মূল্যবোধকে ধ্বংস করা হচ্ছে এখন একটি নতুন খেলা। এর কারণ হল রাষ্ট্রের হাতে খুব বেশী কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়েছে। যদি মানবাধিকার সুরক্ষিত করতে হয় রাষ্ট্রকে প্রদত্ত ক্ষমতা ফিরিয়ে নেওয়া দরকার।

আবার, উন্নত রাষ্ট্রের মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা তৃতীয় বিশ্ব অপেক্ষা তুলনামূলক ভাবে সহজতর। পশ্চিমের দেশে মানবাধিকারের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য থাকায় তা সহজেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আফ্রিকা বা এশিয়া মহাদেশে কৃত্রিমভাবে এই ধারণা জাগিয়ে তোলা দরকার কারণ তা জাতিগত সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। কোন দেশ তার কর্তৃত্বশালী ভাবধারার দমনমূলক পদ্ধতির কারণেই মানবাধিকারের নিকৃষ্ট লংঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা সহজ বিষয় নয়। এটি একটি দীর্ঘ সংগ্রাম। কিন্তু অধিকার সচেতনতা থাকলে এই দীর্ঘ যুদ্ধে লড়াই করা সহজতর হয়। দেরীতে শুরু করলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। রাষ্ট্র এবং সমাজের সাথে মানবিধকার একসূত্রে বাঁধা। মানবাধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রকে আরো এগিয়ে আসতে হবে এবং সমাজ রাষ্ট্রের উপর সেইজন্য চাপ সৃষ্টি করবে। তখনই মানবতা শান্তিতে থাকতে পারবে, মানবাধিকারও সুরক্ষিত হবে। (প্রবন্ধটির রচয়িতা হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রী শুভদীপ রায়চৌধুরী)

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

কর্মরতা মহিলার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাধারণ করণিক থেকে শুরু করে পরিচালক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের মধ্যে থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সরকারী বা বেসরকারী ক্ষেত্র এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র স্ব-নিযুক্ত শ্রমিক, ভেণ্ডার বা হকার সকলেই উত্তরদাতাদের মধ্যে ছিলেন। যৌন হয়রানিকে একটি অনভিপ্রেত শারীরিক, বাচনিক বা অবাচনিক যৌন আচরণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কর্মক্ষেত্র বলতে এমন একটি স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে একজন কর্মচারীকে নিয়োগকর্তা বা অন্যান্যদের নির্দেশিত বা আরোপিত কোন দায়িত্ব বা কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে হয়।

নিগ্রহকারীদের চিহ্নিত করার জন্য উত্তরদাতাদের বলা হলে, শতকরা প্রায় ২৩ জন তাদের উপরওয়ালা বা সুপারভাইসরদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। একই সংখ্যক মহিলার অভিযোগের তীর সহকর্মীদের দিকে, শতকরা ৭ জন অধঃস্তন কর্মচারীদের অভিযুক্ত করেছে, বাকিরা বহিরাগতদের দোষী সাব্যস্ত করেছে।

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে যৌন হয়রানির কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল। শতকরা চল্লিশজন জানান পুরুষ সহকর্মীদের ইগো-সমস্যা হয়রানির অন্যতম কারণ। শতকরা সাড়ে বারো জন বলেছেন যৌন বিকৃতির কথা, শতকরা ৩৭.২ জনের বক্তব্য হল মোহ এরজন্য দায়ী এবং শতকরা ১.০৬ জন মৃতদার অবস্থা বা বৈধব্যকে, শতকরা ১.৭৭ জন বিবাহ বিচ্ছিন্নতাকে, শতকরা ৬.৩৮ জন প্রচার মাধ্যমকে, শতকরা ১.২৪ জন্য অশ্লীল রচনা বা চিত্র সমূহকে এবং অবশিষ্টরা অন্যান্য নানাবিধ কারণকে যৌন হয়রানির অন্যতম হেতু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটলে মহিলারা কি করেন? শতকরা ৪০ জন অবজ্ঞা করেন। বাকীরা হয় তাদের সুপারভাইজার বা সহকর্মী অথবা পুলিশের কাছে নালিশ করেন। খুব স্বল্প সংখ্যক মহিলাই নিজেরা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন। সব থেকে দুঃখের কথা হল এই ধরনের অভিযোগ এলেও অভিযুক্তের শাস্তি পাওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী শান্তা রেড্ডি জানান এটি সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। মহিলারা যে তাদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ বোধ করেন না এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু মহিলাদের সংরক্ষণ চালু হলে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হবে।

সমীক্ষাটির শেষে উত্তরদাতারা তাঁদের নিজস্ব মতামত জানিয়েছেন। শক্তিশালী এবং সমর্থনকারী মহিলাদের সংগঠন তৈরী করা দরকার যাতে কর্মক্ষেত্রে এই ধরণের হয়রানির মোকাবিলা করা সহজ হয়। এই সংগঠন মহিলাদের আইনী সচেতনতা বৃদ্ধি করে আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তুলবে। অধিকন্তু নিয়োগকর্তাদের কর্মক্ষেত্রে আচরণবিধি আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। মহিলাদের অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক গঠিত কমিটির অন্যতম সদস্যা শ্রীমতী রঞ্জনা কুমারীর অভিমত হল বেশীর ভাগ সময়ে মহিলারা তাঁদের উপরওয়ালা কর্তৃক নির্যাতিত হন। কিন্তু কর্মচ্যুত হবার আশংকায় তারা সমস্ত কিছু সহ্য করে যান। এই কারণে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশিকা অনুসরণ করে একটি অভিযোগ কমিটি গঠন করা দরকার।

কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের গাইড লাইন থাকা সত্ত্বেও আসল সত্য হল, যেমন সরকারী ক্ষেত্রেও এই ধরণের কোন কমিটি আজো গঠিত হয় নি সেরূপ যৌন-নিগ্রহের বিরুদ্ধে কোন নীতি প্রণয়ন করা হয়নি।

জাতীয় কারাগার নীতির প্রস্তাব

সম্প্রতি ''কারাগার পুনর্গঠন'' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। সেই আলোচনা সভায় জাতীয় কমিশন দেশের বিভিন্ন জেলগুলির অবস্থার উন্নতির জন্য ও বন্দীদের বসবাসের মানের সমতা বজায় রাখার জন্য একটি জাতীয় কারাগার নীতির সুপারিশ করেছে। সারাদেশে বর্তমানে ৯৫টি কেন্দ্রীয়, ২৭০টি জেলা, ২৪০টি মহিলাদের ও ৫৪৭টি উপকারাগার আছে। এইসব জেলে থাকা বন্দীদের সংখ্যা আড়াই লক্ষ। এদের মধ্যে ৭০ শতাংশ হল বিচারাধীন বন্দী। এজন্য সমস্ত জেলগুলোতে লোকআদালত বসানো পরামর্শ দিয়েছে কমিশন, তাছাড়া জেল পুনর্গঠন ও ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার মধ্যে আরো সংযোগ সাধনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জেলগুলোর আধুনিকীকরণের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বন্দীদের শ্রেণী ভাগ করার নীতিকেও কঠোরভাবে পুনর্বিবেচনা করা উচিত বলে কমিশন মন্তব্য করেছে। কারণ একই জেলে কোন বন্দী বিলাসে বাস করবে আর কারোর শোওয়ার জায়গা হবে না সেটা অনুচিত।

অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি

ভুক্তভোগী বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে লিখিত দরখাস্ত কমিশনে দাখিল করতে পারে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হবে।

অভিযোগ দাখিল করতে কোন ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফি বা খরচ লাগে না

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন
কার্য্যালয়
ভবানী ভবন (তৃতীয় তল)
৩১, বেল্‌ভিডিয়ার রোড, আলিপুর
কলিকাতা—৭০০ ০২৭
টেলিফোন নং ঃ ৪৭৯ ৭৭২৭/১৬২৯
ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-৪৭৯ ৯৬৩৩

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ শ্রী মুকুলগোপাল মুখার্জী, অধ্যাপক (ডঃ) অমিত সেন, সদস্য, শ্রী শঙ্কর কোয়ারি, রেজিষ্ট্রার।
পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের শ্রী রূপায়ণ দে, জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক ভবানী ভবন থেকে প্রকাশিত ফ্রেণ্ডস্ পাবলিকেশন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ দ্বারা মুদ্রিত